মূল্যসংবেদনশীল তথ্য নেই সোনারগাঁও টেক্সটাইলসের

শেয়ারের সাম্প্রতিক দরবৃদ্ধির নেপথ্যে অপ্রকাশিত কোনো মূল্যসংবেদনশীল তথ্য নেই বলে জানিয়েছে সোনারগাঁও টেক্সটাইলস লিমিটেড। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) কর্তৃপক্ষের চিঠির জবাবে এ তথ্য দেয় কোম্পানিটি। বাজার পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ডিএসইতে এক মাসের ব্যবধানে সোনারগাঁও টেক্সটাইলেসের শেয়ারদর বেড়েছে ৯৯ দশমিক ২৯ শতাংশ। ১০ জানুয়ারি কোম্পানিটির শেয়ারদর ছিল ১৪ টাকা ১০ পয়সা। ১১ ফেব্রুয়ারি তা ২৮ টাকা ১০ পয়সায় উন্নীত হয়। লোকসানের কারণে ৩০ জুন সমাপ্ত ২০১৭ হিসাব বছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ দেয়নি সোনারগাঁও টেক্সটাইলস। গেল হিসাব বছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৭ পয়সা, যেখানে আগের হিসাব বছরে লোকসান ছিল ১ টাকা ৫২ পয়সা। ৩০ জুন এর শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিএস) দাঁড়ায় ২৮ টাকা ৯৪ পয়সায়। http://bonikbarta.net

২.১৫% বেড়েছে ডিএসইর প্রধান সূচক

সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে দেশের উভয় স্টক এক্সচেঞ্জে মূল্যসূচকের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা গেছে। দিন শেষে ২ দশমিক ১৫ শতাংশ বেড়েছে ঢাকার বাজারের প্রধান সূচক ডিএসইএক্স। কেনাবেচাও আগের দিনের তুলনায় ৫০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। উভয় স্টক এক্সচেঞ্জেই অধিকাংশ সিকিউরিটিজের দর বেড়েছে। বিনিয়োগকারী ও বাজারসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক দরপতনের ধাক্কা কাটিয়ে সূচক একটি স্থিতিশীল অবস্থানে এসেছে। বিক্রয়চাপে অনেক ভালো মৌলভিত্তির শেয়ারের দামও কমে গেছে। অনেক বিনিয়োগকারী বেছে বেছে সেগুলো কিনছেন। মোটামুটি সব শ্রেণীর বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বাড়ায় লেনদেনও আগের দিনের চেয়ে বেড়েছে। বাজার পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দিন শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ব্রড ইনডেক্স ডিএসইএক্স ১২৮ দশমিক ৩৩ পয়েন্ট বা ২ দশমিক ১৫ শতাংশ বেড়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৯৩ দশমিক ৯৫ পয়েন্টে। ৩০ দশমিক ৩৪ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ বেড়ে ২ হাজার ২৫৫ দশমিক ৮৩ পয়েন্টে উঠেছে স্টক এক্সচেঞ্জটির ব্লু-চিপ সূচক ডিএস ৩০। এদিকে ২২ দশমিক ৮৩ পয়েন্ট বা ১ দশমিক ৬৪ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৪১২ দশমিক ৪১ পয়েন্টে অবস্থান করছে শরিয়াহ সূচক ডিএসইএস। সারা দিনে ডিএসইতে ১৩ কোটি ২ লাখ ৩৯ হাজার ৭৭৯টি শেয়ার, করপোরেট বন্ড ও মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট হাতবদল হয়, যার বাজারদর ছিল ৪৫৫ কোটি ৪৫ লাখ ১৮ হাজার টাকা। আগের কার্যদিবসে তা ছিল ৩০০ কোটি ৬৪ লাখ ২৫ হাজার টাকা। লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজের মধ্যে দিন শেষে দাম বেড়েছে ২৯৩টির, কমেছে ২৭টির ও অপরিবর্তিত ছিল ১৪টির বাজারদর।http://bonikbarta.net

চার বছরে ২৯৮ কারখানা টার্মিনেটেড-সাসপেন্ডেড

ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে সময়মতো সংস্কার কর্মসূচি পরিপালনে ব্যর্থ হচ্ছে দেশের অনেকগুলো পোশাক কারখানা। আর এ কারণে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন অথবা স্থগিত করছে পোশাক খাত মূল্যায়নকারী বিভিন্ন ক্রেতা জোট। চলতি মাসের

৮ তারিখ পর্যন্ত গত প্রায় চার বছরে এমন কারখানার সংখ্যা মোট ২৯৮টি। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ক্রেতা ও শ্রমিক অধিকার-সংশ্লিষ্ট সংস্থার জোট অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। দেশের পোশাক খাতে কারখানাগুলোর নিরাপত্তা মানদণ্ড উন্নয়নে কাজ করছে অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স। জোট দুটি তাদের পরিদর্শনে শনাক্ত হওয়া ত্রুটি সংস্কারে পিছিয়ে থাকা পোশাক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করছে। সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া এসব কারখানাকে টার্মিনেটেড সাপ্লায়ার হিসেবে চিহ্নিত করছে ইউরোপভিত্তিক ক্রেতাজোট অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি ইন বাংলাদেশ। অন্যদিকে একই ধরনের কারখানাকে সাসপেন্ডেড ফ্যাক্টরি হিসেবে অভিহিত করছে উত্তর আমেরিকাভিত্তিক অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স সেফটি। ২০১৪ সালের জুন থেকে চলতি মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত দুই জোটের টার্মিনেটেড-সাসপেন্ডেড কারখানার সংখ্যা মোট ২৯৮টি। http://bonikbarta.net

অবকাঠামো খাতে সরকারি বেসরকারি প্লাটফর্ম গঠনের তাগিদ

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সভাপতি আবুল কাসেম খানের নেতৃত্বে সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা গতকাল পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দ আফসর এইচ উদ্দিনের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় আফসর এইচ উদ্দিন জাতীয় অবকাঠামো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামো প্লাটফর্ম গঠনের তাগিদ দেন। এছাড়া তিনি পিপিপির আওতায় বিভিন্ন মেগা প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি জাতীয় অবকাঠামো বাস্তবায়ন কমিটি গঠনের প্রয়োজন রয়েছে বলে অভিমত দেন। আফসর এইচ উদ্দিন পিপিপির আওতায় মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে অর্থায়ন, দক্ষ জনবলের অভাব, বিভিন্ন সংস্থার অনুমতিপত্র লাভে দীর্ঘসূত্রতা, প্রকল্পের সম্ভাবনা যাচাইয়ে সময়ক্ষেপণ ও খাতভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিশেষজ্ঞ দলের অভাবকে মূল প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি জানান, ২০১৮ সাল নাগাদ সড়ক, পর্যটন, স্বাস্থ্য, বন্দর, নগরায়ণ ও শিল্প খাতসহ পিপিপির আওতায় মোট ১৩টি প্রকল্পে ১৬০ কোটি ডলার ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, পিপিপির আওতায় প্রকল্পগুলোয় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ১০ বছরের করমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়। তিনি এ সুযোগ গ্রহণ করে দেশের ব্যবসায়ীদের আরো বেশি পিপিপির প্রকল্পগুলোয় বিনিয়োগের আহ্বান জানান। http://bonikbarta.net

আবুধাবির তেলক্ষেত্রে ৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ ভারতের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তিন দিনব্যাপী মধ্যপ্রাচ্য সফরে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে ভারত। যেগুলোর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে ভারতের অবস্থান মজবুত হতে যাচ্ছে। প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পশ্চিম তীর সফরে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মোদি। এছাড়া প্রথমবারের মতো সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি তেলক্ষেত্রের বড় শেয়ার পেল ভারত। তেলক্ষেত্রটিতে ভারতীয় তেল কোম্পানিদের নিয়ে গঠিত একটি কনসোর্টিয়াম ৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে। খবর ব্লুমবার্গ ও অ্যারাবিয়ান বিজনেস। শনিবার এক ঝটিকা সফরে জর্ডান থেকে ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর সফর করেন মোদি। প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ফিলিস্তিন সফরে ৪ কোটি ডলারের উন্নয়ন তহবিলের প্রতিশ্রুতি দেন। এর মাধ্যমে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বিভিন্ন উন্নয়নকাজ পরিচালিত হবে। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষে রামাল্লায় এক সংবাদ সম্মেলনে মোদি বলেন, 'আমরা বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছি, যেগুলো বিশ্ব ও আঞ্চলিক পর্যায়ে শান্তিতে ভূমিকা রাখে।' ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিচ্ছে ভারত। শনিবার মোদি জানান, তাদের ৪ কোটি ডলারের উন্নয়ন বাজেটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল নির্মাণে ব্যয় হবে। উল্লেখ্য, গত গ্রীষ্মে ইসরায়েল সফরেও গিয়েছিলেন মোদি।http://bonikbarta.net